কমিশনের সাম্প্রতিক কিছু কার্যক্রম

পুর্নগঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পরপরই প্রথম যে কাজ হাত নেয় তা হচ্ছে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা। মানবাধিকার কমিশন বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কৌশলপত্রটির খসড়া তৈরী করা হয়। খসড়া কৌশলপত্রে ১৬টি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করার পূর্বে এর ওপর বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত সংগ্রহের জন্য ডিসেম্বর ২০১০ থেকে মার্চ ২০১১ এর মধ্যে ১০টি মতবিনিময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাগুলো ঢাকায় এবং বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত অন্তর্ভুক্ত করে কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

কমিশনের ঠিকানা

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন -

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

গুলফেশাঁ প্লাজা (১২ তলা), ৮ শহীদ সেলিনা পারভীন সড়ক
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: চেয়ারম্যান- ৯৩৩৫৫১৩, সার্বক্ষণিক
সদস্য- ৯৩৩৬৩৬৯, সচিব- ৯৩৩৬৮৬৩
ফ্যাক্স: ৮৩৩৩২১৯; ই-মেইল: nhrc.bd@gmail.com

সহযোগিতায়

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন
ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

UNDP Empowered lives. Resilient nations.

SWEDEN

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন: পরিচিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ও কেন

মানবাধিকার রক্ষা এবং তার উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র তার প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও আইন প্রণয়ন বিভাগের মাধ্যমে জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে। বর্তমান বিশ্বে একটি রাষ্ট্র কতটা সভ্য তা পরিমাপ করা হয় ওই রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়নের মাধ্যমে। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদানের জন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। রাষ্ট্র কর্তৃক গঠিত হলেও জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করে। তারা দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করে। এজন্য জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলত 'পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারকে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করে। দেশে দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাংলাদেশে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৯৮ সালে। সে সময় জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) সহায়তায় একটি আইনের খসড়াও তৈরী করা হয়। কিন্তু এরপর দীর্ঘ সময় এ বিষয়ে আর তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। অবশেষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৭ এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন সদস্যকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ ডিসেম্বর এ কমিশন কার্যক্রম শুরু করে। পূর্ববর্তী অধ্যাদেশকে বৈধতা না দিয়ে এরপর জাতীয় সংসদ ২০০৯ এর জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ পাশ করে। এই আইন অনুযায়ী ২০১০ সালের ২২ জুন একজন চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং অন্য পাঁচজন অবৈতনিক সদস্যকে নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে সাত সদস্য বিশিষ্ট মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠিত হয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এখতিয়ার যথেষ্ট ব্যাপক। বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিসমূহ যেগুলোর বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত সেগুলো থেকে এই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের ভূমিকায় বলা হয়েছে- যেহেতু সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য, তাই মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিশনের প্রধান প্রধান এখতিয়ার সমূহ হচ্ছে-

- কমিশন যে কোন ধরনের মানবাধিকার লংঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবে। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করতে পারবে।
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা।
- হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেসবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
- সংবিধান অথবা দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
- মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল বিষয়ে গবেষণা করা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান।
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সামঞ্জস্য বিধানে ভূমিকা রাখা।
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।
- প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করা।
- আপোষের মাধ্যমে নিস্পত্তিযোগ্য কোন অভিযোগ মধ্যস্ততা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিস্পত্তি করা।
- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।